প্রতিরোধ

জানুয়ারি ২০১০

পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

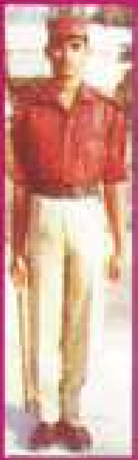

আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ করতে পারে বেকারত্বের অবসান

প্রতিরোধ পড়ুন ও লেখা পাঠান

আনসার–ভিডিপির কর্মকর্তা–কর্মচারী বিশেষ করে সদস্য–সদস্যাবৃন্দের কাছ থেকে নিম্নের বিষয় বস্তুর উপর লেখা আহ্বান করা হচ্ছে ঃ

১. বাহিনীর কর্মকান্ড, উন্নয়ন তৎপরতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সমস্যা, আনসার-ভিডিপির সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ।

২. বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের ব্যক্তিগত, দলীয় (প্লাটুনের) এবং ক্লাব-সমিতির যে কোন ধরনের সাফল্য কথা।

৩. বাহিনীতে কাজ করতে গিয়ে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

৪. অপারেশন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা।

৫. কবিতা।

৬. ভ্রমণ কাহিনী।

৭. হাস্য রসাত্মক কথা/কথামালা।

৮. ধাঁধা ও কৌতুক।

৯. অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

লেখা পাঠিয়ে প্রতিরোধ পত্রিকা প্রকাশনায় সহযোগিতা করুন।

সম্পাদক-কাম-প্রশাসক
প্রতিরোধ শাখা,
সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

সম্পাদক ও প্রশাসক
(অতিঃ দায়িত্ব)
হেলাল উদ্দিন আহমেদ

শিল্প নির্দেশক
হেলাল উদ্দিন আহমেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
মোঃ আব্দুল মান্নান
শেখ মাহবুবুর রহমান

বিতরণ সহকারী
মতিউর রহমান

স্টাফ ফটোগ্রাফার
শেখ নুরুল গনি

বিজ্ঞাপন সহকারী
বিষ্ণু পদ বাড়ৈ

বিন্যাস সহকারী
মোঃ ইসমাইল হোসেন

সম্পাদকীয় দপ্তর
প্রতিরোধ
সদর দপ্তর, আনসার ও
গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
ফোনঃ ৭২১৪৯৫১-৫৬
প্রসারণ-১২৮, ১৫৮
সরাসরি- ৭২১৪৯৩৭

সৌজন্য বিতরণ

প্রচ্ছদে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য-সদস্যাদের পেশাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিরোধ

৩১শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা পৌষ-মাঘ ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর ক'রে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ৫ জানুয়ারি দেশের বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) গঠিত হয়।

গ্রামের উন্নয়নে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য গ্রামের সচেতন, সাহসী ও বিভিন্ন বয়সের নর-নারী, যুবক-যুবতিকে সংগঠিত করে। এরাই গ্রাম থেকে অপরাধ, কুসংস্কার, অশিক্ষা দূর করে সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের চরিত্র সংশোধন করে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে দেশের ভেতর থেকে চুরি, ডাকাতি, বে-আইনি অস্ত্র উদ্ধার-সহ সামাজিক কলহ-বিবাদ মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গ্রাম প্রতিরক্ষা দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। সেই সাথে সংগঠনের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ মৌলিক ও নানাবিধ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে থাকে। এভাবেই এ সংগঠন একটি মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া দেশের সর্ববৃহৎ এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ যুগোপযোগী আধুনিক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমান মহাজোট সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা তাই আশা করতে পারি আগামীতেও সন্ত্রাসমুক্ত, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা আরো প্রশংসনীয় অবদান রাখতে প্রত্যয়ী হবে।

সূচিপত্র

- পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল..............এ কে এম মিজানুর রহমান........ ০৪
- জেলা/উপজেলা সমাবেশ.. ০৬
- মহাপরিচালকের কার্যক্রম.. ০৭
- চিত্রে আনসার-ভিডিপি ০৮
- আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ করতে পারে বেকারত্বের অবসান .....গোলাম মোস্তফা রাঙ্গা..... ১০
- কবিতা/ ছড়া/স্বাস্থ্য কণিকা/জানার আছে অনেক কিছু.. ১১
- বিভিন্ন কার্যক্রমে আনসার-ভিডিপি ১২
- কৃতিত্ব/শোক সংবাদ ১৪

পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

এ কে এম মিজানুর রহমান

প্রাককথন ঃ

বাংলাদেশে পল্লীজীবন এবং নগরজীবনের পার্থক্য ক্রমবর্ধমান। জীবনের তিনটি প্রধান উপাদান-শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং চিকিৎসা-এর সবগুলোই নগর ও মহানগরে লভ্য। মানুষ তাই স্বাভাবিকভাবেই নগরমুখী। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে-হু হু করে। বিপুল জনসংখ্যার নগরমুখী অভিবাসন নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সম্ভাবনা ও সমস্যার অবতারণা করছে। বেকারত্ব, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, আবাসন, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিবাসন-এর প্রভাব প্রকট। প্রতিটি নগরে ও মহানগরে অভিবাসন ধারণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত রাখতে হলে পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করা এখন সময়ের সবচেয়ে জরুরী দাবি।

পল্লীজীবন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৬-এ পল্লীজীবনের মানোন্নয়নের বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯-এ উল্লেখিত আছে ঃ

"১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক

উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ৩৭ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অনুচ্ছেদ ১৬ এবং অনুচ্ছেদ ১৯ বাস্তবায়নের পথে এখনও কি সকল সম্ভাব্য আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে? পল্লীজীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, যেমনঃ কৃষি উৎপাদন, নারী শিক্ষা, বিদ্যুৎতায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কুটির শিল্পের বিকাশ, সীমিত স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি। কিন্তু শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে এখনও বহুদূর যাত্রাপথ সামনে

পড়ে আছে। তাছাড়া এর সাথে যুক্ত হয়েছে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ-জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুষম বিস্তার। যদিও মুঠোফোন ব্যবহার পল্লীজীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে কিন্তু ইন্টারনেট ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবিধা পল্লীজীবনে সুষমভাবে পৌঁছে দিতে পারাটা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

আলোচিত সমস্যা সমূহ সাম্প্রতিক হলেও এর উৎস জনসংখ্যার বিন্যাস ও কাঠামোর মধ্যে অনেকাংশে প্রোথিত। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ পল্লীজীবনের সাথে তুলনামূলকভাবে অধিক ধনাত্মকভাবে সম্পৃক্ত। প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পল্লীজীবনে কম সহজ লভ্য।

সর্বোপরি একটি শান্তিময় ও উন্নয়ন অনুকূল পরিবেশ ছাড়া পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পুঁজি নির্ভর কৃষি খামার, সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, শিল্পের বিকাশ, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতির কোনটাই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এছাড়া নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বন্ধ, নারীদের কর্মসংস্থান, জেন্ডার বৈষম্য দূর করা প্রভৃতি পল্লীজীবনের মানোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

পল্লীজীবনে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ঃ

গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন ১৯৯৫-এর ধারা অনুযায়ী এ বিশাল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দায়িত্ব ঃ

"ধারা-৮ গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের দায়িত্ব, ইত্যাদি ঃ

(১) গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের প্রধান দায়িত্ব হইবে ঃ

(ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ;

(খ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তামূলক কাজে সহায়তা প্রদান করা।

(গ) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত যে কোন দায়িত্ব পালন করা।"

এছাড়া উক্ত আইনের ধারা ৭ (২) অনুযায়ী

"মহাপরিচালক প্রত্যেক শহর, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও গ্রামে এক বা একাধিক গ্রাম প্রতিরক্ষা প্লাটুন গঠন করিতে পারিবেন এবং উহাদের গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল-এর প্লাটুন রয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রণীত গ্রামভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিগত ১৫ বছরে গ্রামে গ্রামে প্রায় ২৯ লক্ষ সদস্য-সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যারা প্রশিক্ষণ বিহীন সদস্য-সদস্যাদের চেয়ে অধিক সক্রিয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য-সদস্যাগণ গ্রামে গ্রামে নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকেন ঃ

(১) পল্লীজীবনের শান্তি বিধান (ময়মনসিংহের পাড়াইল, রাঘবপুর ও কালাদহ প্রভৃতি গ্রাম উল্লেখযোগ্য)।

(২) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মীদল হিসেবে কাজ করা।

(৩) পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, পল্লী পয়ঃনিষ্কাশন, শিশুদের টিকাদান প্রভৃতিক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকারীর ভূমিকা পালন এবং নিজেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ।

(৪) আত্মকর্মসংস্থান, কুটির শিল্পে ও হস্তশিল্পে আত্মনিয়োগ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদনমূলক কাজে উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন।

(৫) দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

(৬) নারী-শিশু পাচার রোধে ভূমিকা পালন ও পল্লী অঞ্চলে জননিরাপত্তা বিধান।

(৭) নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে বলিষ্ঠ অবদান রাখাসহ পল্লীর যুব-সমাজকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাখা।

আগামী দশকে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ঃ

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার বয়স কাঠামো একটি হতাশা ব্যাঞ্জক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি ১৫ বছর বয়সের নিচে রয়েছে। জনসংখ্যার এ' বিপুল অংশ অদূরভবিষ্যতে তাদের প্রজননক্ষম বয়সে প্রবেশ করবে এবং এর প্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পল্লীজীবনের বর্তমান সংকটসমূহ আরো তীব্র হওয়ার পূর্ণ আশংকা বিদ্যমান থাকবে আসছে দশকে। এছাড়া নগরজীবনে অধিক জনসংখ্যার চাপসহ অভিবাসন সমস্যা আরো তীব্র হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পল্লীজীবনে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি ও রক্ষায় বর্তমান আইন প্রয়োগ কাঠামো কিছুতেই যথেষ্ট হবে না বলে ধারণা করা যায়। এছাড়া নগরজীবনেও নানা ধরনের বিদ্যমান সমস্যা তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে নতুন নতুন সংকটের উদ্ভব হতে থাকবে। জনসংখ্যা কাঠামোয় যে প্রভাব আগামী দশকে মোকাবেলা করতে হবে তার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা আমাদের থাকা উচিত।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত ধারণা, পদ্ধতি ও তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন না আনা হলে আগামী দিনের সংকট আরো তীব্রতর হবে বলে মনে হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মুক্তমনে আলোচনা, যৌথভাবে দায়িত্ব পালনের মনোভাব এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বহুবচনিক পদ্ধতি প্রণয়ন করা অবশ্যক হবে আগামী দশকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মূলত সমগ্র জনগোষ্ঠীর এবং সকল আইন প্রয়োগকারী শৃঙ্খলা বাহিনী সমূহের। দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব কোন দেশেই এককভাবে একটি বাহিনীর উপর ন্যস্ত হলে তা দেশের জন্য তো বটেই, ঐ বাহিনীর জন্যও মারাত্মক ঝুঁকি ও ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সমূহের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে গৌরবময় উজ্জ্বলা অন্যদিকে রয়েছে ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকার তথা

নিপীড়ন যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ধারাবাহিকতা। আগামী দশকে এ' অবস্থা থেকে উত্তরণের পথে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল একটি মূল চালিকা হতে পারে। মানুষকে সংগঠিত করা, উদ্বুদ্ধ করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাখা, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারী ও পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, জননিরাপত্তা বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে যত্নে লালনের এক আপনগৃহ হতে পারে, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাঝে ত্রিমুখী একটি কর্মকাঠামোর মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কাঠামোটি হচ্ছে ঃ

(ক) আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে উন্নয়নমুখী করার ও অপরাধ প্রতিরোধ করা।

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক সৃষ্টি এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার গ্রামে ছড়িয়ে দিয়ে তথ্যপ্রবাহের সুবিধাদি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে জনসাধারণের খাপ-খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

(গ) গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫-এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিধানের সকল কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শেষকথা ঃ

বাংলাদেশ গত দুই দশকে উন্নয়নের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে তা জনসংখ্যার আধিক্যের ভারে যাতে বিলীন না হয়ে যায় সে লক্ষ্যে পল্লীজীবনের মানোন্নয়ন সাংবিধানিকভাবেই আমাদের দায়িত্ব। নগরজীবন ও পল্লীজীবনের মধ্যে একটি সুষম সেতুবন্ধন রচনা ও শান্তিময় বাংলাদেশের জন্য আগামী দশকে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের যে অমিত সম্ভাবনা রয়েছে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল-এর প্রতিজন সদস্য-সদস্যা হয়ে উঠুক সোনার বাংলা গড়ার "পল্লী সেনা"।

লেখক ঃ পরিচালক-প্রশিক্ষণ (মিয়েন), আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

আনসার-ভিডিপির মাধ্যমে সরকারের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে-----স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু বলেছেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতি আনসার বাহিনীর গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা দেখেছে। ৪০ হাজার রাইফেল নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ এবং ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদান করে এ বাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায়ও তাদের ভূমিকা দেখতে চায় জাতি। তিনি গত ১২ ডিসেম্বর পাবনার কাশিপুরে জেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে সদর উপজেলা ও আটঘরিয়া উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনার সরকার উপজেলা কর্মকর্তাদের গেজেটেড অফিসার, ব্যাটালিয়ন আনসার স্থায়ীসহ অনেকগুলো উন্নয়নমূলক কাজ করে। এ সরকার এবার ক্ষমতায় এসেই আনসারদের পুলিশের সমান পারিবারিক রেশন চালুসহ আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করেছে। ভবিষ্যতে তাদের জন্য আরো অনেক কিছু করা হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আনসার-ভিডিপির সদস্য-সদস্যাদেরকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তৎপর থেকে সরকারের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। চোরাচালান, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্য প্রতিরোধে আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদেরকে কাজে লাগানো হবে। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে **"একটি বাড়ি একটি খামার"** প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ভিজিএফ, ভিজিডি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে আনসার-ভিডিপির সদস্য-সদস্যাদের সম্পৃক্ত করা হবে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন দলপতি-দলনেত্রীদের সম্মানী বৃদ্ধি এবং রেশনসহ এ বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শামসুল হক টুকুকে পাবনা জেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সদর ও আটঘরিয়া উপজেলা সমাবেশ শেষে এ এস এম ফারুক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এবং মোঃ তোফাজ্জল হোসেন রেঞ্জ কমান্ডার রাজশাহীর উপস্থিতিতে ক্রেস্ট প্রদান করেন ইব্রাহীম ভূঁইয়া জেলা অ্যাডজুটান্ট আনসার-ভিডিপি পাবনা।

পাবনার জেলা প্রশাসক ডাঃ এএফএম মঞ্জুর কাদির-এর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পরিচালক-প্রশিক্ষণ (অতিঃ দায়িত্ব) এ এস এম ফারুক, রাজশাহী রেঞ্জ কমান্ডার তোফাজ্জল হোসেন, পুলিশ সুপার নিবাস চন্দ্র মাঝি, জেলা অ্যাডজুটান্ট ইব্রাহীম ভূঁইয়া, সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা কে এম হাসিনুর রহমান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন, আটঘরিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান ইশারত আলী প্রমুখ।

সমাবেশে প্রতিমন্ত্রীকে আনসার-ভিডিপির সদস্য-সদস্যাদের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পরে প্রতিমন্ত্রী জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলা সমাবেশে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু গত ১১ ডিসেম্বর পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা অডিটোরিয়ামে আনসার-ভিডিপির সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেছেন, আনসার-ভিডিপি সদস্যরা উন্নয়নের দোর-গোড়ায় থেকে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নিরলসভাবে দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ, শাহাদাত বরণ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। কাজেই আনসার-ভিডিপি হলো ১ নম্বর দেশ প্রেমিক। তিনি বলেন, সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের মাধ্যমে যে অপশক্তি দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নস্যাৎ করতে চায় তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদীদের ধরাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য সংগঠনের সদস্য-সদস্যাদের নির্দেশ দেন।

তিনি আরো বলেন, বিগত দিনে আওয়ামী লীগ সরকার আনসার-ভিডিপির জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং বর্তমানেও তাদের উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আনসার-ভিডিপিকে আরো প্রশিক্ষিত করে সমৃদ্ধ জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। আনসার-ভিডিপি পাবনা জেলা অ্যাডজুটান্ট ইব্রাহীম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনসার-ভিডিপির পরিচালক-প্রশিক্ষণ (অতিঃ দায়িত্ব) এ এস এম ফারুক, রাজশাহী রেঞ্জ কমান্ডার তোফাজ্জল হোসেন, পাবনার পুলিশ সুপার নিবাস চন্দ্র মাঝি। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাঁথিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, বেড়া উপজেলা চেয়ারম্যান খন্দকার আজিজুল হক আরজু, সাঁথিয়া পৌর মেয়র মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাঁথিয়া উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা এ কে এম ফজলুল হক বাবলু, বেড়ার কৈটোলা ইউনিয়ন দলনেত্রী ইরাণী বেগম, সাঁথিয়ার নন্দনপুর ইউনিয়ন দলনেতা হাসানুজ্জামান প্রমুখ।

সমাবেশে সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার ৩৫০ আনসার কমান্ডার ও আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশ শেষে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ভূমিকা রাখায় আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে বাইসাইকেল, সেলাই মেশিনসহ বিভিন্ন সামগ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে---- শামসুর রহমান শরীফ ডিলু, এমপি

পাবনা-৪ আসনের এমপি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুর রহমান শরীফ ডিলু বলেছেন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ৪০ হাজার রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে ১০ জন অফিসারসহ ৬শ' ৭০ জন আনসার সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। স্বাধীনতার পরে আনসার-ভিডিপি দেশ গড়ায় যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। তিনি বলেন, এ ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

তিনি গত ১০ ডিসেম্বর পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা আনসার-ভিডিপির বার্ষিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা অ্যাডজুটান্ট ইব্রাহীম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বসির আহমেদ বকুল, উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তার, ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের সভাপতি আলাউদ্দিন আহমেদ, ইউনিয়ন দলপতি আব্দুস সাত্তার, দলনেত্রী তাহমিনা বেগম প্রমুখ।

সমাবেশে ২শ' আনসার-ভিডিপির সদস্য-সদস্যা, দলপতি-দলনেত্রী উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বেশ কিছু ক্লাব-সমিতি এবং সদস্য-সদস্যাদের পুরস্কৃত করা হয়।

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশে প্রধান অতিথি সাংসদ শামসুর রহমান ডিলু একজন ভিডিপি দলপতিকে বাইসাইকেল প্রদান করেন। পাশে রয়েছেন ইব্রাহীম ভূঁইয়া জেলা অ্যাডজুটান্ট ও ইসমাইল হোসেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

বাহিনীর চারজন উপ-পরিচালক-এর বিদায় অনুষ্ঠান হলো সদর দপ্তরে

আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর অডিটরিয়ামে গত ৪ জানুয়ারি'১০ রাতে উপ-পরিচালক মোঃ গোলাম কিবরিয়া, উপ-পরিচালক মোঃ আবদুল হাকিম মজুমদার, উপ-পরিচালক মোঃ তোফাজ্জল হোসেন ও উপ-পরিচালক (চিকিৎসা) ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান ভূঁইয়া-র বিদায় উপলক্ষে অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি, উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম তায়েফুল ইসলাম, পরিচালক-প্রশাসন কর্নেল মোহাম্মদ হামিদুল হক পিএসসি, কমান্ড্যান্ট কর্নেল মাহবুব উল আলম, পরিচালক-অপারেশন ডঃ মোঃ ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক-প্রশিক্ষণ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এ এস এম ফারুক এবং সদর দপ্তর ও একাডেমীর বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তাগণ সপত্নীক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী উপ-পরিচালকদের কার্যকালীন সময়ে বাহিনীর বিভিন্নমুখী উন্নয়ন তৎপরতায় তাঁদের উদ্যোগী ভূমিকার বিষয় স্মরণ করেন। এ সময়ে মহাপরিচালক বিদায়ী উপ-পরিচালকদেরকে বাহিনীর একটি করে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী উপ-পরিচালকগণ তাঁদের বক্তব্যে এ বাহিনীর বিপুল সম্ভাবনার নানাদিক তুলে ধরেন এবং তাঁদের দায়িত্ব পালনে সর্বোতভাবে সহযোগিতার জন্য

মহাপরিচালক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ৪ জানুয়ারি আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তর মিলনায়তনে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপ-সচিব পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক মোঃ গোলাম কিবরিয়াকে বাহিনীর একটি ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বাহিনীর কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

(গণসংযোগ কোষ)

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত-৪, আহত-৮ আনসার ঃ মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর শোক ও সমবেদনা

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার মিথলিয়া নামক স্থানে গত ২ জানুয়ারি'১০ সকালে মর্মান্তিক এক লরি-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে কর্তব্যরত ১২ জন অঙ্গীভূত আনসারের মধ্যে ৪ জন আনসার মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ....রাজেউন)। অঙ্গীভূত আনসারের মধ্যে সুশীল কুমার বালা ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকীদের আহত অবস্থায় ফরিদপুরের ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, ঢাকার মহাখালীস্থ বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ও মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে গুরুতর আহত আনসার নজরুল ইসলাম, আনসার লিটন বিশ্বাস এবং আনসার মোঃ রমজান মল্লিক চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান। বাকী ৮ জন এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ৮ জনের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক। এরা হচ্ছেন-এপিসি মাহবুব এলাহী, মঞ্জুর হোসেন, রহিম শেখ, লিটন মোল্লা, রিপন শেখ, রেজাউল, তৈয়ব আলী ও আব্দুল জলিল শেখ। মহাপরিচালক আনসার-ভিডিপি মেজর জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি গত ৬ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন এসব আনসারদের দেখতে ও চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিতে হাসপাতালে যান।

আনসার মোঃ রমজান মল্লিক চিকিৎসারত অবস্থায় ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ৭ জানুয়ারি মারা গেলে তার লাশ আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে আনা হয়। এখানে অনুষ্ঠিত তার নামাজে জানাজায় মহাপরিচালক আনসার-ভিডিপি মেজর জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি, উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম তায়েফুল ইসলাম-সহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে দাফনের জন্য তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়।

মহাপরিচালক, আনসার-ভিডিপি দুর্ঘটনায় নিহত আনসারদের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং প্রতিটি শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য বিভাগীয় কল্যাণ তহবিল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা নগদ অর্থ প্রদান করেন। মহাপরিচালক-এর নির্দেশে আনসার-ভিডিপির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ আহত চিকিৎসাধীন আনসারদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখছেন।

ইতিপূর্বে রেঞ্জ কমান্ডার ঢাকা মোঃ ফিরোজ খান দুর্ঘটনায় নিহত আনসারদের ফরিদপুরস্থ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ করেন এবং নিহত পরিবারদেরকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানান। এ সময় জেলা অ্যাডজুট্যান্ট (অতিঃ দায়িত্ব) ফরিদপুর কাজী দেলোয়ার হোসেনও তাঁর সাথে ছিলেন।

উল্লেখ্য, আখ মাড়াই মৌসুমে ফরিদপুর চিনিকলে অংগীভূত হয়ে দায়িত্ব পালনরত ২২ জন আনসারের মধ্যে উক্ত ১২ জন আনসার চিনিকলের ক্যাশিয়ারসহ মিলের আওতাধীন আখ ক্রয় কেন্দ্রগুলোতে কৃষকদের টাকা পরিশোধের জন্য ট্রাকে করে যাচ্ছিলেন। ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া পদ্মা অয়েল মিলের একটি লরির সঙ্গে তাদের বহনকারী ট্রাকটির মুখোমুখি সংঘর্ষে এ শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

(গণসংযোগ কোষ)

ঈশ্বরগঞ্জে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ৬ ডিসেম্বর ঈশ্বরগঞ্জে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শাখা আয়োজিত কৃষিভিত্তিক শিল্প, এসএমই খাতে সফল ও সম্ভাব্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংক-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মোঃ ফারুক হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নুরুল হুদা চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান, উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা সুফিয়া বেগম, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আব্দুল্লা হেল কাফি এবং আঃ রহিম খন্দকার, এ জি এম, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ঢাকা। অন্যান্যের মধ্যে শাখা ব্যবস্থাপক গোলাম ফারুক খান ও ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ কোর্সে ঈশ্বরগঞ্জ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ৬০ জন উদ্যোক্তা সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যারাই এ ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার। কেবলমাত্র হোল্ডারধারী আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যারাই এ ব্যাংকের ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ ব্যাংকে আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের দারিদ্র্য

মোঃ নুরুল হুদা চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত কৃষিভিত্তিক শিল্পখাত ও এসএমই ঋণ প্রকল্পে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ করেন।

বিমোচন ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ এসএমই কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ কোর্সে উদ্যোক্তাগণের মাঝে এ ব্যাংকের ঋণ সুবিধা সম্পর্কে দিনব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রিয়ার এডমিরাল (অব.) এ তাহের, এনডিইউ, পিএসসি, চেয়ারম্যান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, খুলনা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন। পাশে রয়েছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মুকুল হুদা চৌধুরী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

রিটায়ার্ড আনসার-ভিডিপি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (রাওয়া)-র পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস'০৯ উপলক্ষে আনসার-ভিডিপি একাডেমী স্মৃতিসৌধে শহীদ বীর আনসার-মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম তারেকুল ইসলাম, উপ-মহাপরিচালক ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গত ১০ ডিসেম্বর আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার পরিচালকদের একদিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্নেল মাহমুদ উল আলম, কমান্ড্যান্ট, আনসার-ভিডিপি একাডেমীতে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রতিনিধি মাঠকর্মী ১২ তম কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এ এস এম ফারুক, পরিচালক-প্রশিক্ষণ (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বরিশাল রেঞ্জের ঝালকাঠী জেলার সদর উপজেলার ৯৬ নম্বর বিরকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২য় ধাপের ১ম দলের গ্রামভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণে সদস্য-সদস্যাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। পাশে রয়েছেন মোঃ হযরত আলী খান, জেলা অ্যাডজুট্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) এবং ঝালকাঠী ও বিরকাঠী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

শহিদুল আলম, রেঞ্জ কমান্ডার, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খুলনা, যশোর জেলা সমাবেশে প্রশংসনীয় কাজের জন্য একজন ভিডিপি ইউনিয়ন দলনেত্রীকে বাইসাইকেল পুরস্কার প্রদান করেন। পাশে রয়েছেন মোল্লা আমজাদ হোসেন, জেলা অ্যাডজুট্যান্ট, খুলনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

আনসার-ভিডিপি একাডেমীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৯" উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়।

মোঃ ফিরোজ খান, রেঞ্জ কমান্ডার, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা, সম্প্রতি ফরিদপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অঙ্গীভূত আনসার সুশীলের স্ত্রী-র হাতে নিহতদের অনুদানের অর্থ তুলে দেন। পাশে রয়েছেন কাজী সেলোয়ার হোসেন, জেলা অ্যাডজুট্যান্ট (অতিঃ দায়িত্ব), ফরিদপুর।

মৌলভীবাজার, কুলাউড়া উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে ১০ দিনব্যাপী ভিডিপি গ্রামভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ জেড এম নুরুল হক। পাশে রয়েছেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ করতে পারে বেকারত্বের অবসান

গোলাম মোস্তফা (রাঙ্গা)

যুব-সমাজই জাতির প্রাণশক্তি। তাদের কর্মস্পৃহার উপর নির্ভর করে জাতির সার্বিক অগ্রগতি। তারা যেমন তাদের দুরন্ত সাহসিকতায় সমাজের অনিয়মের বেড়াজাল ভেঙ্গে এক নতুন সমাজ গড়তে পারে, তেমনি সমাজের প্রতিকূল পরিবেশকে উপড়ে ফেলে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে জাতিকে উপহার দিতে পারে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ।

কিন্তু আজ এ যুব-সমাজ সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে অন্ধকার পথে ধাবিত হচ্ছে। তারা আজ লক্ষ্য বিহীন পথ চলছে। অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের চেষ্টা না করে দিনের পর দিন সামান্য বেতনের একটি চাকরির আশায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ধরনা দিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাদের অনেকেই জানে না আনসার-ভিডিপি সংগঠনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নানান ধরনের আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আবার অনেকেই জানার অজ্ঞতার কারণে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না।

সংগঠনটিকে পথ চলতে হচ্ছে সমাজের আধা-শিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে। যে কারণে দেখা যায় তারা প্রশিক্ষিত হয়ে বাস্তব জীবনে কাজ করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অথচ যদি শিক্ষিত বেকার যুব-সমাজ এ সংগঠনের দিকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসত, তবে দেখা যেত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধা-শিক্ষিত ও অল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাস্তব জীবনে যে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে, তার দ্বিগুণ সাফল্য অর্জন করছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই শিক্ষিত যুবশক্তি। ইদানীং অনেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে আনসার-ভিডিপির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে এগিয়ে আসছে এবং তারা অনেক বিষয়ে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার ভট্টাচার্য পাড়া গ্রামের শাহ রশিদুল ইসলাম তপনের নাম। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স পাশ হয়েও তার গ্রামকে আনসার-ভিডিপি গ্রাম হিসেবে তৈরি করেছেন। সেই গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেছেন আনসার-ভিডিপি গ্রাম বহুমুখী সমবায় সমিতি। আর সেই সমিতির অধীনে স্থাপন করেছেন আনসার-ভিডিপি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন সেলাই প্রশিক্ষণ। এতকিছু করেও থেমে যায়নি তার প্রচেষ্টার চাকা। স্কুলের পাশে প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে গড়ে তুলেছেন একটি বৃহদাকার কলাবাগান। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে অনেকের কর্ম ও অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ শিক্ষিত যুব-সমাজের সম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মস্থানের অমিত সম্ভাবনার পথ।

আনসার-ভিডিপি সংগঠনের অধীনে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য পেশাভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণগুলো হচ্ছে-মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স, অমৌসুমী সবজি চাষ প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তিতে নার্সারী স্থাপন প্রশিক্ষণ, দেশীয় পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি বাচ্চা ফুটন ও পালন প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, নারকেলের মালাই থেকে বোতাম তৈরি প্রশিক্ষণ, পাদুকা শিল্প উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, খাবার প্রস্তুতি ও আর্থিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নকশি কাঁথা কোর্স, ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন প্রশিক্ষণ, উন্নত আলু চাষ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, গবাদিপশু পালন কোর্স, ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার মেরামত কোর্স, বিদেশে মহিলা জনশক্তি প্রেরণ প্রশিক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণ, গঠনমূলক চিত্র প্রদর্শনী বিশেষ প্রশিক্ষণ, গণসংস্কৃতি বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কুটির-শিল্প প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণগুলো অত্যন্ত যত্ন-সহকারে আনসার-ভিডিপি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর, কলাকোপা ও সফিপুর আনসার একাডেমীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হয়ে থাকে। কেবল আনসার-ভিডিপি সংগঠনের সদস্যরাই সরকারি খরচে এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদেরকে বাস্তবমুখী কাজে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতাও করে থাকে আনসার-ভিডিপি সংগঠন। এমনকি আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদান করা হয়।

আনসার-ভিডিপির মূলমন্ত্র হলো-"শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা"। এ ব্রত নিয়ে পরিচালিত আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইউনিট ও সদস্য-সদস্যাদের কর্মকাণ্ড দেশের প্রতিটি গ্রামে বিস্তৃত। গ্রাম বাংলার জনজীবনে অনগ্রসরতার অন্ধকার দূর করে উন্নয়নের নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াসে নীরবে এবং নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ এ সংগঠনের সদস্য-সদস্যাবৃন্দ।

গ্রাম হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাণ। গ্রামোন্নয়নই দেশের সার্বিক উন্নতির পূর্বশর্ত। গ্রামকে বাদ দিয়ে দেশের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তাই, যুব-সমাজের উচিত, চিন্তা-চেতনায় গ্রামমুখী হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করা। কোন কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে চাইলে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের যুব-সমাজকে দেশপ্রেম ও আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে তরুণ যুবকদেরকে সাম্প্রতিক সময়ের অবক্ষয়, হতাশা ও অন্ধকার জীবনের হাতছানি থেকে সুরক্ষা প্রদানে আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণের ফলে তরুণ ও যুবকদের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাশীল রাখা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে নিজ পায়ে দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছে।

দেশের জনগণের দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে যুব-সমাজ। তাদেরকে উপযুক্ত সময় কর্মমুখী করতে পারলে দেশ উন্নতির উচ্চ শিখরে আহরণ করতে পারবে। তাদেরকে কর্মমুখী করতে দরকার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই দেশের বেকার শিক্ষিত যুব-সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোময় ও শান্তির পথে এগিয়ে নিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াসে দেশের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে এবং দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেগুলো কেবল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। সে সব প্রতিষ্ঠান শুধু অর্থ-উপার্জনের লক্ষ্যে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে কর্মস্থানের নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। আবার অনেক অবৈধ ভুয়া সংগঠন এবং কিছু এনজিও চাকরির নামে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাছ থেকে বড় অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রায় সময় উধাও হচ্ছে। একথা বার বার জেনে-শুনেও হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুবকেরা ঐসব হায় হায় কোম্পানীর দিকে ছুটেই চলছে। অথচ আনসার-ভিডিপির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে ঐ ধরনের কোন ঝুঁকি নেই। নেই প্রশিক্ষণ ফি, বরং প্রশিক্ষণকালীন সময় পাবে প্রশিক্ষণ ভাতা। এছাড়া আনসার-ভিডিপির সদস্যদের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলো যত্নসহকারে, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে করে যে কোন উদ্যোগী যুবক খুব সহজে নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হাতেই গড়তে সক্ষম হবে। আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণ তথাকথিত ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত অর্থ-উপার্জন মূল লক্ষ্য নয়। বরং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই আনসার-ভিডিপির পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। বার বার প্রতারিত হওয়ার পরেও হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুব-সমাজ যেভাবে মরীচিকার পিছনে ছুটছে, তারা যদি একবারের জন্য হলেও আনসার-ভিডিপির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত, তাহলে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির উদ্দেশ্য সফল হতো। সেই সাথে কর্মসংস্থান হতো দেশের হাজার হাজার হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুব-সমাজের।

আমাদের যুব-সমাজ খেলাধুলা সুপ্ত প্রতিভার অধিকারী। একটু সুযোগ ও প্রশিক্ষণ পেলেই তারা তাদের প্রতিভাকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়। দেশের অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, খেলাধুলায় আনসার-ভিডিপির সদস্যরা শুধু দেশেই নয় বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাঁতার, দৌড়, সাইক্লিং, কুস্তি, ভলিবল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে। আনসার-ভিডিপি তার প্রতিটি সদস্যদেরকে খেলাধুলায় যেমন উৎসাহ যোগায়, তেমনি সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশ ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে বলা আবশ্যক যে, আনসার-ভিডিপির সদস্যরা একদিকে যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়, স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন, পূজা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে, তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অনেক বড় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এ সত্যটি যদি উপলব্ধি করে দেশের হতাশাগ্রস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক আনসার-ভিডিপির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো, তাহলে তাদের কর্মসংস্থানের পথটি আরো সুগম হতো।

(লেখক : অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর, জেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয়, নীলফামারী)

শীতের ছড়া

আশরাফুল মান্নান

মেঘলা আকাশ, হিমেল বাতাস
বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি
এমন দিনে ঘরের কোণে
কাঁপছে বুড়োবুড়ি।

ভাবছে তারা, কনকনে শীত
এইতো হলো শুরু
বুকের ভেতর আতংক, তাই
করছে দুরু দুরু!

ভাবছে আরো, এমন শীতে
উপায় হবে কী
শেষ জীবনের ঘন্টা এবার
বাজবে তবে কি?

(লেখক ও কবি : সীমক রাইটার, প্রতিরোধ)

সোনালী রোদের আশায়

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান (অনিক)

শিশির ভেজা হিমশীতল প্রকৃতি
কনকনে ঠান্ডা বাতাস
শুভ্র কুয়াশায় ঢাকা নীলাকাশ
যেন কার আহত নিঃশ্বাস।

অনন্ত প্রতীক্ষায় শেষ হয় দীঘল রজনী
কুয়াশার চাদর সরে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়ে ভোরের আলো,
সূর্যের সোনালী আলোয়
সাময়িক প্রতীক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

পরম প্রত্যাশিত সোনালী রোদ্দুর
হাতছানি দেয় বহু দূর থেকে
নাগালের বাইরে থেকে।
এভাবে শেষ হয় প্রতীক্ষিত সময়
শুধু শেষ হয় না সোনালী রোদের আশা।

(লেখক : সার্জেন্ট অ্যাডজুট্যান্ট ও কোম্পানী কমান্ডার ২৪ আনসার ব্যাটালিয়ন, জোরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম)

কলাকোপায় শীত

মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

ভীষণ রকম শীত পড়েছে কলাকোপায় ভাই
ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপি কোন উপায় নাই।

দিনে-রাতে বহে সেথায় ঠান্ডা হিমেল-বাতাস
গায় জড়ানো শীতবস্ত্র পায় যে পরিহাস।
ইছামতি নদীর জল যেন বরফময়
স্নান করতে গেলে তাই লাগে দারুণ ভয়!

সবুজ সবুজ বৃক্ষ বাগান, দৃশ্য শোভাময়
পথচারী সব মানুষের চিত্ত করে জয়।
শীত নেমে এলে সেথায় বাড়ে কোলাহল
শান্ত-শীতল প্রকৃতিটা পায় যে ফিরে বল।

কলসি বাঁধা খেজুর গাছে, সেথায় গাছি চড়ে
রসভরা সেই কলসি দেখে খুশিতে মন ভরে।
সন্ধ্যে বেলায় ইন্দ্র বাউল মশগুল হয় গীতে
দুঃখ-সুখে জীবন কাটে কলাকোপায় শীতে।

(লেখক : সার্জেন্ট অ্যাডজুট্যান্ট ও কোম্পানী কমান্ডার ১৯ আনসার ব্যাটালিয়ন, কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা)

স্বাস্থ্য কণিকা

বয়স্কদের শীতে সুরক্ষা

শীতের শুরুতে কিংবা বেশি ঠান্ডা পড়লে বয়স্করা চেস্ট ইনফেকশন বা বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারেন। ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে এমনটি হয়। জটিলতা হিসেবে এ থেকে নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। বয়স্কদের নিউমোনিয়া সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। এটি প্রতিরোধে করণীয়-

* বয়স্করাও অন্যদের মতো গরম জামা-কাপড় পরে থাকবে, বিশেষ করে ভোর বা রাতে বেরোনোর আগে এ সাবধানতা বিশেষভাবে নেয়া দরকার।

* সম্ভব হলে বেশিরভাগ সময় তাদের বাসায়ই থাকা সবচেয়ে ভালো। কিংবা ঠান্ডা যেন না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

* গরম খাবার যেমন হালকা গরম পানি, গরম দুধ খেতে পারেন, এতে শরীরে আরাম বোধ হবে। আগে থেকেই যাদের দীর্ঘদিনের ফুসফুসে সমস্যা বা শ্বাসকষ্ট কিংবা অ্যাজমার সমস্যা আছে তারা নিয়মিত এ সিজনে চিকিৎসকের পরামর্শে থাকবেন, প্রয়োজন হলে ইনহেলার নিয়মিত ব্যবহার করবেন। তবে নিকস্থ হাসপাতালে তাদের তখনই নিতে হবে যখন-

* বয়স্কদের শ্বাসকষ্টের সঙ্গে তীব্র জ্বর থাকে এবং রোগী আবোল-তাবোল বকে। এটি নিউমোনিয়া বা অ্যাজমার জটিলতা প্রকাশ করে। ঘরে বসে এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। কারণ শিরাপথে ইনজেকশন, অক্সিজেন, নেবুলাইজেশন এবং আনুষঙ্গিক ইনভেস্টিগেশন এ সময় প্রয়োজন হয়। ঘরে হিটিং সিস্টেম বা হিটারের ব্যবস্থা করতে পারলে বৃদ্ধদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা হয়, যা আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ঘরে হিটিং সিস্টেম বা ফায়ার প্লেস থাকে, যা থেকে কার্বন-মনোঅক্সাইড পয়জনিং হতে পারে। আমাদের গ্রামের বৃদ্ধরা শীতে আগুন পোহায়, এটি সাবধানে করতে হবে, না হলে বার্ন বা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শীতে সর্দি, কাশি বেশি হয় কেন

শীতে শ্বাসতন্ত্রে আক্রমণকারী ভাইরাসগুলো বেশি সক্রিয় থাকে। এ ভাইরাসের নাম হচ্ছে রেসপিরেটরি ভাইরাস। রাইনো ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসিটিয়াল ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের অন্তর্ভুক্ত। শীতে তাপমাত্রা হ্রাস পায় বলেই এরা বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমাদের আক্রান্ত করে। এর ফলেই সর্দি, কাশি, হাঁচি, জ্বর হয়। এছাড়া এ সিজনে মিজেলস, মাম্পস, রুবেলার জন্য দায়ী ভাইরাসগুলোও সক্রিয় থাকে। যদিও রেসপিরেটরি ভাইরাসগুলোর মতো এরা এত অ্যাকটিভ থাকে না। অনুরূপভাবে বর্ষার সময় লিভারে আক্রমণকারী হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলো মানুষকে আক্রান্ত করার সুযোগ পায় বেশি।

-সংগ্রহে : হাফেজ মোহাম্মদ ইবাদুল

জানার আছে অনেক কিছু

ইলেকট্রিক চোখ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। এখন অন্ধ মানুষও ফিরে পাবেন তাদের দৃষ্টিশক্তি। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ইলেকট্রিক চোখ আবিষ্কার করেছেন, যা গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান এমআইটির গবেষকরা ডেভেলপ করেছেন। টাইটেনিয়াম ধাতুর এই চিপটিতে ক্ষুদ্র ক্যামেরা লাগানো থাকে। যেটির মস্তিষ্কে প্রতিবিম্ব পাঠাতে সক্ষম। এখন পর্যন্ত এই প্রযুক্তিটির উন্নয়নের কাজ চলছে।

সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক

২০০৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন আমেরিকার আলেয়া সবুর। শুধু তাই না এ বয়সেই সে নিউ অর্লিন্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে কনকাক ইউনিভার্সিটিতে কোর্স বিজ্ঞানের গবেষক শিক্ষক হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২০০৮ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮ বছর বয়সে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অবস্থিত কনকাক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডভান্স টেকনোলজি ফিউশন ডিপার্টমেন্টে ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পেয়ে গিনেজ বুক অন্তর্ভুক্ত হন। আলেয়া সবুর ৩০০ বছরের গিনেজ রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এর আগে ১৭১৭ সালে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের ছাত্র ১৯ বছর বয়সী কলিন ম্যাকলোরিন প্রফেসর হিসেবে রেকর্ড গড়েছিলেন।

নৌকায় একা বিশ্বভ্রমণ

একা নৌকায় বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছেন ১৬ বছরের অস্ট্রেলীয় জেসিকা ওয়াটসন। জেসিকা যাত্রা শুরু করেছেন সিডনি থেকে। বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী সমুদ্র অভিযাত্রীর রেকর্ড গড়ার চেষ্টাই তার এ যাত্রা। সমুদ্রপথে ৮ মাস ভ্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছেন জেসিকা।

তাকে সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহ দিয়েছে তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। গত ১৮ অক্টোবর সিডনি উপকূল থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় তাকে হাসিমুখে বিদায় জানায় সবাই। জেসিকা তার নৌকাটির নাম দিয়েছে 'এল্লাস পিঙ্ক লেডি'।

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র কিশোর

পৃথিবীর সবচেয়ে খাটো মানুষ হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এ স্থান করে নিয়েছে খগেন্দ্র থাপা মাগার। নেপালি এ কিশোরের বর্তমান বয়স ১৮ বছর। খগেন্দ্রর উচ্চতা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। কয়েক বছর আগে খগেন্দ্র খাটো মানুষের ক্যাটাগরিতে রেজিস্ট্রেশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বয়সে ১৮ বছর না হওয়ায় তা এ তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তবে এ বছরের অক্টোবরে ১৮ বছরে পা দিয়েছে সে। আর এর ফলে গিনেস বুকে রেজিস্ট্রেশন করতে এখন তার আর কোনো বাধা নেই। খগেন্দ্রর ওজন মাত্র ৪ দশমিক ৫ কেজি।

-সংগ্রহে : আনোয়ারুল হক

সংশোধনী

প্রতিরোধ-এর অক্টোবর ২০০৯ সংখ্যায় কবিতা/ছড়া বিভাগে 'এইডস' শিরোনামের লেখক মোঃ মোবারক হোসেন-এর পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা ভুলবশতঃ উপজেলা প্রশিক্ষক, ঈশ্বরদী, পাবনা, ছাপা হওয়ায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে তার পদবী ও ঠিকানাটি হবে-'রেজিঃ নং ২৯৮১৬, ব্যাটিঃ আনসার, ১৫ আনসার ব্যাটালিয়ন'।

* এ প্রসঙ্গে প্রতিরোধে লেখা পাঠাতে আগ্রহী সকল লেখকদের লেখার নীচে তাদের নাম, পদবী ও দাপ্তরিক ঠিকানা উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক (প্রতিরোধ)

মোঃ ফিরোজ খান, রেঞ্জ কমান্ডার, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় আনসার-ভিডিপি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের রেঞ্জ কমান্ডার মোঃ ফিরোজ খান। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট শেখ মনিরুজ্জামান। প্রধান অতিথি সমাবেশে আগত সদস্যদের উদ্দেশে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থীদের মোকাবেলা, দেশের নারী নেতৃত্ব সৃষ্টির পরিবেশ তৈরিতে এ বাহিনীর গুরুত্ব, বর্তমান সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও জঙ্গি-সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঠেকাতে আনসার-ভিডিপির দায়িত্ব-কর্তব্য তুলে ধরেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রূপায়নে সবাইকে আরো উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। নারায়ণগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা, সদর উপজেলার ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রী ও সদস্যরা এতে অংশ নেন। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ আনিছুর রহমান। সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে থেকে দু'জন দলনেতা-দলনেত্রী উপজেলা কর্মপরিধির বর্ণনামূলক বক্তব্য রাখেন।

সাভার উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাভার উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশ গত ৮ ডিসেম্বর স্থানীয় উপজেলা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা রেঞ্জ কমান্ডার মোঃ ফিরোজ খান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা অ্যাডজুট্যান্ট এ এস এম জাকির হোসেন এবং সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা এ কে এম নাসির উল্যাহ। স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা এ এন এম ওয়াহিদুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ফরহাদুল আলম বক্তব্য দেন।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এবং সন্ত্রাসী জঙ্গিদের নাশকতামূলক কার্যক্রম ঠেকাতে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনি এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় সবাইকে আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

সাধারণ আনসারদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ময়মনসিংহ জেল রোডস্থ আনসার প্রশিক্ষণ শিবিরে ২ সপ্তাহব্যাপী সাধারণ আনসার মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ডঃ ওমর ফারুক। প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্বে ছিলেন সদর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা আ ব ম হাফিজ ইমাম। জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি সহযোগিতায় জেলা আনসার-ভিডিপি পরিচালিত ১২টি উপজেলার ১৯ জন সাধারণ আনসার এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হয়। প্রধান অতিথি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, মৎস্য চাষ একটি লাভজনক পেশা। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত হলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব।

হালুয়াঘাট উপজেলায় আনসার-ভিডিপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা আনসার-ভিডিপির বার্ষিক সমাবেশ গত ৭ নভেম্বর উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান। বিশেষ অতিথির মধ্যে ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রোকন উদ্দিন আহমেদ, কৃষি কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম, দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপক গোলাম মোস্তফা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ খান এবং হালুয়াঘাট প্রেসক্লাব সভাপতি খালেদ আহমেদ শামসুল আলম।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত বছরের হালুয়াঘাট উপজেলা আনসার-ভিডিপির উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদনসহ স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা শহিদুর রহমান। ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিবেদন পাঠ করেন দলনেতা রুহুল আমিন এবং দলনেত্রী কামরুন্নাহার।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি আনসার-ভিডিপি ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে সদস্য-সদস্যাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি হালুয়াঘাট উপজেলার আনসার-ভিডিপির উন্নয়ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আরো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

ধোবাউড়া উপজেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়ায় স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গত ৯ নভেম্বর আনসার-ভিডিপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ফোরকান উদ্দিন সেলিম মির্ধা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল আওয়াল। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা খাতুন, স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হেলাল উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অজিত কুমার সাহা এবং সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা যাইদুল ইসলাম।

ময়মনসিংহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ৩৮৪ জন ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ

গত ১ নভেম্বর হতে ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গোপালনগর, মুক্তাগাছা উপজেলার বন্দগোয়ালিয়া, ফুলবাড়ীয়া উপজেলার উজলহাটি, ত্রিশাল উপজেলার বাগান, ভালুকা উপজেলার গোয়ারী টেকপাড়া, গফরগাঁও উপজেলার ছোট বারইহাটি গ্রামে ১০দিন মেয়াদি ৩য় ধাপ (১ম দল) গ্রামভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি উপজেলার একটি করে গ্রামে ৬৪ জন করে মোট ৩৮৪জন ভিডিপি সদস্য-সদস্যাকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ উদ্বোধন করেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান। একোর্সে সংগঠনের প্রাথমিক ধারণাসহ গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু পালন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এ সকল বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেন উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের ৫ জন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকা।

ভিডিপি ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের দক্ষতা যাচাই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ময়মনসিংহ জেল রোডস্থ আনসার প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুষ্ঠিত ২ সপ্তাহব্যাপী ভিডিপি ইউনিয়ন দলপতি-দলনেত্রীদের দক্ষতা যাচাইকরণ প্রশিক্ষণ গত ১৯ নভেম্বর সম্পন্ন হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ জাহেদুল হাসান। এ প্রশিক্ষণে টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহ জেলার ১৩৪ জন ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রী অংশ নেন। প্রশিক্ষণে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি

কর্মকর্তা আ ব ম হাফিজ ইমাম, প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ইউআই ফেরদৌস আলম ও ইউআই রোকসানা বকুল এবং ইউআই শ্রী হরিদাসী রাণী সাহা। এদিকে ১৭ নভেম্বর স্থানীয় বিডিআর সেক্টর হেড কোয়ার্টার ফায়ারিংঘাটে প্রতিজনে ১৫ রাউন্ড করে গুলিছোঁড়া অনুশীলন করানো হয়। ১৯ নভেম্বর প্রশিক্ষণের মান যাচাইসহ মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়া হয়।

মোল্লা আমজাদ হোসেন, জেলা অ্যাডজুটান্ট, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খুলনা, ইসলামপুর আনসার-ভিডিপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সাধারণ আনসার (মহিলা) প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখেন।

সন্দ্বীপ উপজেলা সমাবেশ সম্পন্ন

গত ৬ ডিসেম্বর সন্দ্বীপ উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনসার-ভিডিপি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চলের রেঞ্জ কমান্ডার শেখ আব্দুল মান্নান। স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান, বিএ-এর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনসার-ভিডিপি চট্টগ্রামের জেলা অ্যাডজুটান্ট মীর আলমগীর হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখাবুর রহমান। স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংগঠনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদনসহ স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোঃ ফখরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় থানার ওসি, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, সমাজসেবা কর্মকর্তা ও দলনেতা-দলনেত্রী বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য আনসার-ভিডিপি সদস্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বরিশালে ভিডিপি সদস্যদের মৎস্য চাষ ও বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ১৫ নভেম্বর থেকে বরিশাল রেঞ্জাধীন ভোলা, বরিশাল, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একযোগে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভিডিপি সদস্যদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ও বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল জেলার জেলা অ্যাডজুটান্ট শ্যামল চন্দ্র কর্মকার-এর সভাপতিত্বে কাশিপুরস্থ নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ভিডিপি সদস্যদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ও বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স দুটির শুভ উদ্বোধন করেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বরিশাল রেঞ্জ কমান্ডার মোঃ নূর নবী চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জের সার্কেল অ্যাডজুটান্ট মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবির ও কোর্স সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

রেঞ্জ কমান্ডার প্রশিক্ষণার্থীদের বলেন, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে বাস্তব জীবনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া যাবে। উল্লেখ্য, মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২৬ নভেম্বর এবং বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১৭ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়।

বরিশালে ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

গত ১৮ অক্টোবর হতে ৩ সপ্তাহব্যাপী বরিশাল রেঞ্জাধীন বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলার ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেতা-দলনেত্রীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স বরিশাল কাশিপুরস্থ নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাপ্ত হয় ৫ নভেম্বর। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলার জেলা অ্যাডজুটান্ট শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বরিশাল রেঞ্জের রেঞ্জ কমান্ডার মোঃ নূর নবী চৌধুরী।

বরিশাল রেঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামভিত্তিক ভিডিপি ১ম ধাপের ২য় দলের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

বরিশাল রেঞ্জাধীন ১৬টি উপজেলায় ১০ দিন মেয়াদি গ্রামভিত্তিক ভিডিপি (১ম ধাপের ২য় দল) মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলো হচ্ছে-বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার দক্ষিণ আন্দারমানিক, বানারীপাড়া উপজেলার দক্ষিণ উত্তরকুল, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার পূর্ব কাদিরাবাদ ও হিজলা উপজেলার উত্তর গুয়াবাড়িয়া। পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার কালিরচর, দশমিনা উপজেলার উত্তর আদমপুর, দুমকী উপজেলার কার্তিকপাশা। পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলার রেখাখালী, নেছারাবাদ উপজেলার পূর্ব কামারকাঠি, নাজিরপুর উপজেলার উত্তর মাটিভাংগা, মঠবাড়িয়া উপজেলার নলবুনিয়া। ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার ৬নং পৌর ওয়ার্ড, চরফ্যাশন উপজেলার দক্ষিণ আমিনাবাদ। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার নারিকেল বাড়িয়া। বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার দক্ষিণ জ্ঞানপাড়া, বামনা উপজেলার জাফরখালী।

চলতি অর্থ বৎসরে বরিশাল রেঞ্জের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে গ্রাম বাছাই করে গ্রামগুলোকে ২টি দলে বিভক্ত করা হয়। বাছাইকৃত গ্রামগুলো হতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তালিকাভুক্ত ৩২ জন পুরুষ ও ৩২ জন মহিলা-কে স্থানীয়ভাবে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১ম ধাপের ২য় দলে ১৬টি উপজেলায় মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ১০২৪ জন।

সিলেটে সাধারণ আনসার (মহিলা) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সিলেট রেঞ্জের উপ-পরিচালক মোঃ ফখরুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যারা যত বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে, তারা ততবেশি উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জন ছাড়া সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। নিজেকে স্বাবলম্বী করতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তিনি সম্প্রতি নগরীর আখালিয়াস্থ আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬ সপ্তাহব্যাপী সাধারণ আনসার (মহিলা) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা অ্যাডজুটান্ট মোহাম্মদ নুরুল আবছার। কোর্সের অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুটান্ট মোঃ আশরাফুল আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিলেটের বিভাগীয় প্রশিক্ষক বিপ্লব চন্দ্র সাহা। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর জেলার ৫ জন করে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্য থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার এবং অন্যান্যের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন।

ময়মনসিংহ, হালুয়াঘাট উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী। পাশে রয়েছেন উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ।

ফরিদপুরে আনসারদের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

ফরিদপুর জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে সম্প্রতি চানমারী আনসার-ভিডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২ সপ্তাহ মেয়াদি মৎস্য চাষ বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স উদ্বোধন করেন কোর্স অধিনায়ক কাজী দেলোয়ার হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্তিক চন্দ্র সাহা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা আঃ মান্নান, ইউএভিডিও আশরাফুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তারাগঞ্জ, গংগাচড়া, পীরগাছা উপজেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

তারাগঞ্জ উপজেলা আনসার-ভিডিপি সমাবেশ সম্প্রতি স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আবদুস সামাদ। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ মোমেনা খাতুন রুবি।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ বর্মন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এ টি এম সিদ্দিক ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মোঃ তোবারক আলী সরকার। স্বাগত বক্তব্য দেন এ টি এম মিজানুর রহমান। প্রতিবেদন পাঠ করেন দলনেতা মোঃ সুলতান ও দলনেত্রী নূরবানু বেগম।

গংগাচড়া উপজেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা আনসার-ভিডিপি কার্যালয়ে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গংগাচড়া উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মজিবর রহমান প্রামানিক। সভাপতিত্ব করেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আবদুস সামাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান খায়রুল আলম বাবু, স্থানীয় নেতা আবুল হোসেন ফটিক, ইউএভিডিও মহব্বত আলী, দলনেতা আবদুল কাদের ও দলনেত্রী হাওয়া নাসরীন।

পীরগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আবদুস সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আঃ রশীদ সরকার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ইউএভিডিও শাহ মোঃ আকতারুজ্জামান, চাইল্ড সাইড ফাউন্ডেশনের উপজেলা সমন্বয়কারী আবদুস সাত্তার ও লেপ্রোসী মিশনের প্রতিনিধি আলাউদ্দীন সমাবেশে বক্তব্য দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মীর নাহিদ মাহমুদ-এর ২টি "স্বর্ণপদক" লাভ

গত ১২ ডিসেম্বর'০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় চ্যান্সেলর মোঃ জিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এ সমাবর্তনে অর্থনীতি বিভাগ থেকে ২০০৫ সনে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ১ম স্থান ও সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত মীর নাহিদ মাহমুদ-কে **"নাসির উদ্দিন আহমেদ স্মারক স্বর্ণপদক-২০০৫ ও নূরুন্নেছা খাতুন বিদ্যা বিনোদিনী স্বর্ণপদক-২০০৫"** প্রদান করা হয়। মীর নাহিদ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক। তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ওয়ার উইক বিশ্ববিদ্যালয় কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে অধ্যয়নরত থাকায় তার পিতা মীর রওনক আলী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর কাছ থেকে ০২ (দুই)টি স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মীর নাহিদ মাহমুদ সম্মান পরীক্ষায়ও অর্থনীতি বিভাগে ১ম স্থান ও সর্বাধিক নম্বর লাভ করায় **"এম.এন. হুদা স্বর্ণপদক"** লাভ করেন।

মীর নাহিদ মাহমুদ আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে কর্মরত উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মীর রওনক আলী ও মিসেস নার্গিস নাহার-এর প্রথম সন্তান। তিনি সকলের দোয়াপ্রার্থী।

আফরোজ আক্তার (আঁখি)-র জিপিএ-৫ অর্জন

আফরোজ আক্তার আঁখি ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় আনসার-ভিডিপি উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। আঁখি আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে ফিল্ডমেসে কর্মরত ৩২ আনসার ব্যাটালিয়নের এপিসি মোঃ আমির হোসেন এবং মা মনোয়ারা বেগমের কন্যা। সে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

শোক সংবাদ

নায়েক মোঃ আব্দুস সোবহানের ইন্তেকাল

লালমনিরহাট, ১৮ আনসার ব্যাটালিয়ন-এর নায়েক মোঃ আব্দুস সোবহান গত ১৭ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম সুন্দর আলী খান। তার গ্রামের বাড়ি পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় পশারী ধন্দুয়া গ্রামে।

নায়েক মোঃ মফিজ উদ্দিন-এর ইন্তেকাল

মাদারীপুর, ১ আনসার ব্যাটালিয়ন-এর নায়েক মোঃ মফিজ উদ্দিন গত ২১ ডিসেম্বর এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম হযরত আলী। তার গ্রামের বাড়ি পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় বদরেশ্বরী গ্রামে।

হাবিলদার মোঃ গোলাম মোস্তফার ইন্তেকাল

ঠাকুরগাঁও, ২২ আনসার ব্যাটালিয়ন-এর হাবিলদার মোঃ গোলাম মোস্তফা গত ২৮ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম আশরাফ আলী। তার গ্রামের বাড়ি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় দিঘলগাঁও গ্রামে।

ব্যাটালিয়ন আনসার মোঃ আজগর আলীর ইন্তেকাল

সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-র ৩৩ আনসার ব্যাটালিয়ন-এর আনসার মোঃ আজগর আলী গত ১ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম নুরু প্রামাণিক। তার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় ব্রাহ্মণখোলা গ্রামে।

ব্যাটালিয়ন আনসার আবু বক্কর সিদ্দিক-এর ইন্তেকাল

চট্টগ্রাম, মিরশরাই, জোরারগঞ্জ ২৪ আনসার ব্যাটালিয়ন-এর আনসার আবু বক্কর সিদ্দিক গত ২৯ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম হোসেন আলী মন্ডল। তার গ্রামের বাড়ি শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলায় মান্দামারী গ্রামে।

উপজেলা আনসার কমান্ডার এস এম নুরুল হক-এর ইন্তেকাল

উপজেলা আনসার কমান্ডার এস এম নুরুল হক গত ২৭ ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম মিয়াজান সরদার। তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর জেলার সদর উপজেলায় টাউনকালিকাপুর গ্রামে।

ইউনিয়ন দলপতি তাজুল ইসলাম-এর ইন্তেকাল

চাঁনগাঁও ইউনিয়ন দলপতি তাজুল ইসলাম গত ৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। পিতার নাম-মরহুম জারিফ আলী। তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলায় চাঁনগাঁও গ্রামে।

অঙ্গীভূত আনসার সুশীল কুমার বালার পরলোকগমন

অঙ্গীভূত আনসার সুশীল কুমার বালা গত ২ জানুয়ারি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। পিতার নাম-মৃত সুধোন্য কুমার বালা। তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায় জিনিসনগর গ্রামে।

অঙ্গীভূত আনসার লিটন বিশ্বাস-এর পরলোকগমন

অঙ্গীভূত আনসার লিটন বিশ্বাস গত ৪ জানুয়ারি এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। পিতার নাম-নিত্য গোপাল বিশ্বাস। তার পৈতৃক বাড়ি ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায় গাবুরদীয়া গ্রামে।

(তথ্য : জনসংযোগ শাখা)

ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীদের "চার্টার অব ডিউটিজ"

১। ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেতা-দলনেত্রী তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার নিকট সামগ্রিকভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

২। ইউনিয়ন ভিডিপি দলনেতা-দলনেত্রীদের কার্যালয় হবে, তার ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স-এ আনসার-ভিডিপির জন্য বরাদ্দকৃত কক্ষ। তিনি উক্ত কক্ষে প্রতিমাসে অন্তত পক্ষে একবার গ্রাম দলনেতা-দলনেত্রীদের নিয়ে মাসিক সভা করবেন, তাদের মধ্যকার সমস্যা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করবেন, যা রেজিস্টারে রেজুলেশন আকারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং উক্ত রেজুলেশন তিনি উপজেলার মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন।

৩। ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীগণ কার্যদিবসে তাদের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করবেন এবং সভা ও অনুষ্ঠানে উল্লেখিত পোশাক পরিধান করে অংশগ্রহণ করবেন।

৪। তিনি প্রতিমাসে কমপক্ষে ০২টি ভিডিপি প্লাটুন পরিদর্শন করবেন এবং সদস্য-সদস্যাদের কাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করবেন।

৫। তিনি তার ইউনিয়ন প্লাটুনের সদস্য-সদস্যা কর্তৃক ভালোকাজের প্রতিবেদন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

৬। তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে প্রশিক্ষণের জন্য ভালো প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করবেন এবং যথাসময়ে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৭। তিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাদের পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

৮। তিনি সংশ্লিষ্ট আনসার-ভিডিপি সদস্যাদের বসতবাড়িতেঃ বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষসহ সকল উন্নয়নমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৯। দুর্যোগ মোকাবেলার সময় তিনি তার সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে জেলা অ্যাডজুটান্ট ও উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবেন।

১০। তিনি প্রতিমাসে উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার মাসিক সভায় উপস্থিত হয়ে সদর দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা বইতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করাবেন।

১১। তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে তার ইউনিয়ন প্লাটুনভুক্ত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে একত্রিত করে ইউএভিডিও ও জেলা অ্যাডজুটান্টদের নির্দেশক্রমে সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং দেশরক্ষায় আত্মনিয়োগ করবেন।

The Protirodh 31th Year 4th Issue, January 2010 Regd. No. DA-380

শান্তি, শৃংখলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

স্বনির্ভর পরিবার ও গ্রাম গড়ার শপথ নিন গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে যোগ দিন

গ্রামেই মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন নিজের ও পরিবারের উন্নয়নের উপায় শিখুন

সরকারি খরচে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিন বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থান করুন

সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

Editor-cum-Administrator (Additional Charge): **Helal Uddin Ahmed**, Published by the Editor on behalf of Ansar & VDP Head Quarters, Khilgaon, Dhaka, under the Ministry of Home Affairs, Govt. of the People's Republic of Bangladesh ; Printed from : Priyanka Printing & Publications, 76/E Naya Paltan, Dhaka-1000